Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

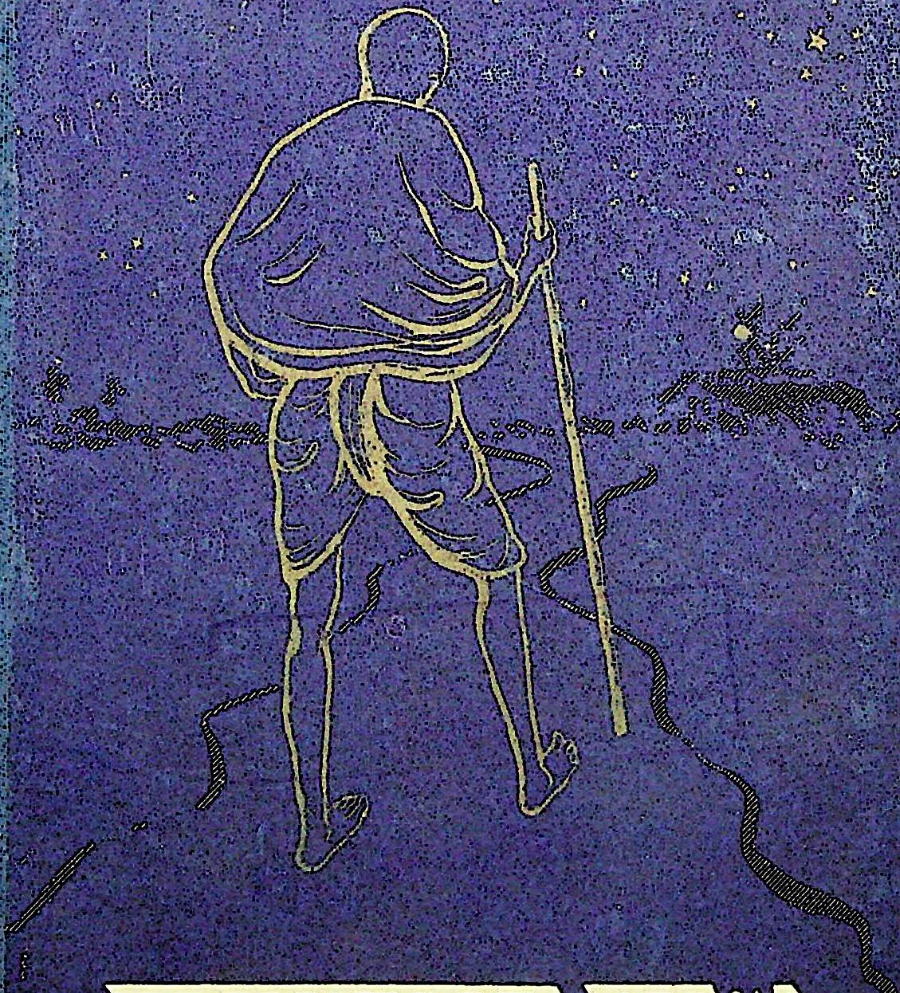

মহামানবের চোখে মহাত্মা গান্ধী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

8

LIBRARY
11/299
Ashram

PRESENTED

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামানবের চোখে
মহাত্মা গান্ধী

LIBRARY
No. 11/২৭৭
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

সংগ্রাহকদ্বয়
ডঃ সুধাংশু ভট্টাচার্য এম.এ ; টি.ডি ; পি.এইচ. ডি
(অধ্যাপক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়)
ও
আশালতা ভট্টাচার্য বি.এ ; কোবিদ ; মণ্টেসরী-ট্রেণ্ড
(সঞ্চালক, মণ্টেসরী স্কুল, গৌহাটি)

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এক টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৭বি বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯ হইতে
শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলার কিশোর-কিশোরীদের করকমলে

ARY
Ashram
11299
PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri ... Ashram
... 11/297

ভূমিকা

রবিশঙ্কর মহারাজ গান্ধীজীর সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিসম্পন্ন হন। যে স্বল্পসংখ্যক কর্মী আজও গুজরাতে গান্ধীবাদের প্রদীপ অনির্বাণ রাখিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। গুজরাতের কোনও অপখ্যাত দস্যুপীড়িত অঞ্চলে তাহাদের উদ্ধারের জন্য তিনি যে সৎসাহস ও প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার জন্য জনসাধারণের চিত্তে তাঁহার স্থান অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

গান্ধীজীর চরিত্র সমুদ্রসমান। নানাদিক হইতে নানাজনে তাহার আস্বাদলাভ করিয়াছে, এবং স্বীয় রুচি ও সংস্কার এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন অনুসারে তাহা হইতে উপযুক্ত সম্পদ আহরণ করিয়াছে। গান্ধীজীর জীবনে একটি দিক ছিল যাহাকে সমষ্টি-কেন্দ্রিক বলা চলে; যাহার মূল উদ্দেশ্য হইল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী যথোচিত পুনর্নিমাণ সাধন করা। অপর দিক ছিল ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক। সমাজ পরিবর্তিত হইলে ব্যক্তির চরিত্র শুদ্ধতর ও পূর্ণতর হইবে। আবার সমাজের পরিবর্তনসাধনের জন্য, তাহারই বীজস্বরূপ, কিছু ব্যক্তিকে আত্মপ্রচেষ্টা বা সাধনার দ্বারা স্বীয় চরিত্রকে পার্শ্ববর্তী কালিমা হইতে মুক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের বোধনকার্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ভক্ত রবিশঙ্করের দৃষ্টিতে গান্ধীজীবনের দ্বিতীয় অংশই বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হইয়াছে, প্রকৃত ভক্তজনের সঙ্গলাভ করা এক অতি নিগূঢ় ব্যাপার; উপযুক্ত সংস্কার থাকিলে তবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গ কার্যকরী হয়। দ্বিতীয়, ভক্তির পাত্রে সকল সদ্‌গুণই মহীয়ান আকার ধারণ করে।

বর্তমান আখ্যানমঞ্জরীতে হইয়াছেও তাহাই। গান্ধীজীর ব্রতে নিষ্ঠা, সংকল্পের দৃঢ়তা, শরীরের প্রতি প্রয়োজনবোধে নিষ্ঠুরতা বা উপেক্ষা এবং প্রেম, নমনীয়তা প্রভৃতি বহু গুণ রবিশঙ্কর মহারাজের ভক্তির অঞ্জনে আমাদের নিকট মহীয়ান রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আশা করি আমাদের কিশোর-কিশোরীগণ এই উপাখ্যানগুলি পাঠ করিয়া গান্ধীজীর চরিত্রের আস্বাদলাভে সমর্থ হইবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন। ফলে ইতিহাসে গান্ধীজীর স্থান কোথায় তাহা সহানুভূতিসম্পন্ন অথচ বিচারশীল মন লইয়া অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

—নির্মলকুমার বসু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

11|297

পরিচিতি

আহ্‌মেদাবাদের সর্বজনপরিচিত শ্রীরবিশঙ্কর মহারাজ গান্ধীজীর এক জন প্রধান ভক্ত ও কর্মী। গুজরাতী ভাষার লেখক শ্রীবিপিন ঝবেরী পূজ্য রবিশঙ্কর মহারাজের সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার মুখ হইতে গান্ধীজীর সম্বন্ধে যে সমস্ত স্মৃতিকথা শ্রবণ করেন তাহা গুজরাতী ভাষায় প্রকাশ করেন। আমরা শ্রীঝবেরীর অনুমতিক্রমে ঐ স্মৃতিকথাগুলি বাংলায় অনুবাদ করি। এক্ষণে বাংলা-ভাষাভাষীদের হৃদয়ে ঐগুলি সর্বদা জাগ্রত রাখিবার মানসে উপস্থিত করিতেছি। আশা রাখি যে বিশেষ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে তাহাদের জীবনের যাত্রাপথের পাথেয় পাইবে।

শরৎ পুর্ণিমা, ১৩৬৬
গৌহাটি

সুধাংশু ভট্টাচার্য
আশালতা ভট্টাচার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥।২৫৭

সূচীপত্র

রবিশঙ্করজীর দৃষ্টিভঙ্গী ১
দ্বিধাভাষী বাপুজী ৩
সঙ্কল্পে বাপুজী ৪
স্পষ্টভাষী বাপুজী ৫
মৃত্যুঞ্জয় ৭
বাপুজীর দৃষ্টিভঙ্গী ৮
চুরির নূতন ব্যাখ্যা ১২
মিতব্যয়িতা ১৩
রাষ্ট্রীয় মিতব্যয়িতা ১৪
কারুদৃষ্টি ১৫
কর্মনৈপুণ্য ১৬
পরিচ্ছন্নতা ১৮
নিরহঙ্কারিতা ১৯
বাপুজীর প্রেম ২০
বেত্রের স্বাদ ২২
ভাজন ও উপবাস ২৬
সর্দারের পরিহাস ২৮
উত্তম শিক্ষক ৩০
বাপুজীর অর্থনীতি ৩১
খাদী ও বিলাতী ৩৩
বজ্র অপেক্ষাও কঠোর ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাপুজীর চপ্পল	৩৭
শক্তির ব্যবহার	৪০
কস্তুরবা	৪৬
বাপুজীর সমাজবাদ	৪৭
বাপুজীর মুমুক্ষা	৫১
চলের পিছনে চিল	৫২
বিয়ে-পাগলা	৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামানবের চোখে মহাত্মা গান্ধী

11/297

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/297

রবিশঙ্করজীর দৃষ্টিভঙ্গী

রবিশঙ্করজী মহারাজ্‌ বলেন—

গান্ধীজীকে আমি সর্বপ্রথম ১৯১৬ সালে দেখি।

যদিও তাহার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সু-অবসর আমার খুব বেশী ঘটে নাই—তবুও আমি বিশেষ দুঃখিত নহি।

'দুঃখিত নহি'—ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে—আমার মনে হয়, মহাপুরুষের সহবাসে থাকিলেই মহাপুরুষ হওয়া সম্ভবপর নয়। বরং তাঁহার সহবাসে থাকা-কালীন—তাঁহার ভোজন, পান, তাঁহার মলমূত্র-ত্যাগ, তাঁহার আচার-ব্যবহার প্রভৃতির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ফলে হয়তো আমরা অবশেষে শ্রদ্ধা হারাই।

মহাপুরুষের শারীরিক সম্বন্ধে আসিলে দৃষ্টি শরীরের উপরই নিবদ্ধ হয়, তাঁহার আত্মা, তাঁহার চিন্তাধারার প্রতি দৃষ্টি যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার আত্মা তাঁহার চিন্তাধারার সান্নিধ্যেরই প্রয়োজন।

মহাপুরুষ কিংবা অন্য কাহারও দেহকে উপেক্ষা করা উচিত—ইহা আমার বলার উদ্দেশ্য নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তিনি অসুস্থ বা পীড়িত হইলে তাঁহার দেখাশুনার ভার তো গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেই হইবে—এমন কি দরকার হইলে তাঁহার মল-মূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করিতে কুণ্ঠিত বোধ করা উচিত নয়। কিন্তু এরূপ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তাঁহার দেহ-সান্নিধ্য অপেক্ষা তাঁহার চিন্তাধারা ও তাঁহার আদেশ পালনের প্রতি লক্ষ্য রাখাই উচিত।

মহাত্মাজী আমার কাছ হইতে দূরে থাকিলেও আমি সে দূরত্ব কোন দিনই অনুভব করি নাই। যখনই আমার মনে তাঁহাকে দর্শনের বা তাঁহার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিত, তখনই আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইত। নয়ন মুদ্রিত করিলেই আমি তাঁহার সৌম্য মূর্তির দর্শন পাইতাম। মনে কোনও প্রকার সংশয় বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলেও আমার মনে হইত—আমি যেন গান্ধীজীর সান্নিধ্যে বিরাজ করিতেছি—যদিও আমি কদাচিৎ তাঁহার নিকটে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমার কেবলই মনে হইত—"এই প্রশ্নের উত্তর গান্ধীজী কি দিতেন ?"

গান্ধীজীর মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম বলিয়াই আমি সেই জটিল প্রশ্ন সমাধানের উপায় মুহূর্তমধ্যে কল্পনা করিতে পারিতাম—এবং যথাশক্তি সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাই আমার ব্রত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. 11/২৫৭

দ্বিধাভাষী বাপুজী

মহারাজ বলেন—

আমি বহু বার অনুভব করিয়াছি যে গান্ধীজী ভবিষ্যৎদর্শী ছিলেন। কি ঘটিবে না ঘটিবে তাহা যেন তিনি পূর্বেই জানিতে পারিতেন। তিনি যাহা কিছু করিতেন বা করিয়াছিলেন সে সমস্ত কিছুরই পরিণাম যেন পূর্ব হইতেই তিনি তাঁহার দৃষ্টি-সমক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াই করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভবিষ্যৎ দর্শন যখন নিষ্ফল হইত, যথা—সুতা কাটা দ্বারা এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ—তখন আমি তাঁহার এই ভবিষ্যৎ দর্শন নিষ্ফল হইয়াছে—মনে করিতে পারিতাম না। ইহার অর্থ 'নিষ্ফল' মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা—ইহার অর্থ এই যে এখনও ফল পাকিবার সময় হয় নাই--এখনও সামান্য বিলম্ব আছে। সমস্ত বস্তুই মূলে সত্য ইহা জানিতে পারিলেই আমি সন্তুষ্ট হইতাম। এই কারণেই আমি কোন দিনই গান্ধীজীকে বৃথাভাষী বা দ্বিধাভাষী মনে করিতে পারি নাই।

বহুলোক গান্ধীজীকে অ-সত্যবাদী মনে করিয়াছে—কারণ তাহারা তাঁহাকে নিজ-নিজ বুদ্ধির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়াছে—তাঁহাকে বুদ্ধির তুলাদণ্ডে ওজন করিয়াছে, সেজন্যই তাহারা তাঁহার অতীত বর্তমানের সকল চিন্তাধারাই সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা পরীক্ষা করে, এবং এই সকলের মধ্যে বিরোধাভাস দেখিতে পায় ও ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু যাহারা তাঁহার অন্তরটি দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের এরূপ হয় না। যাহারা তাহাদের প্রেমদৃষ্টি দ্বারা গান্ধীজীকে পরীক্ষা করে, তাহারা তাঁহার মধ্যে কেবল শুদ্ধ সত্যপ্রিয় স্বরূপেরই দর্শন পাইয়া থাকে।

সঙ্কল্পে বাপুজী

মহারাজ বলেন—

মহাত্মাজীর চরিত্র-মাহাত্ম্য ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বিবিধ মানবোচিত গুণসমূহও আমাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্রে প্রথম হইতেই কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল। উত্তর কালে সেই মূল গুণগুলিরই পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল মাত্র।

সেই গুণসমূহের মধ্যে তাঁহার 'সঙ্কল্পশক্তি' অন্যতম। গান্ধীজীর সঙ্কল্প মহান ও দৃঢ় ছিল।

রউলট অ্যাক্টের বিবরণ যখন বাহির হইয়াছিল, তখন গান্ধীজী আমাশয় রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। কেহ তাঁহাকে উহার আংশিক খবর বলায় তাঁহার সেই কথা সন্তোষজনক বোধ হইল না।

খানিকক্ষণ পরে তাঁহার এক পরিচিত নেতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি এই কানুনটি মহাত্মাজীকে পড়িয়া শুনাইলেন। এই বার গান্ধীজীর কাছে ইহা পরিষ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/297

লাগিল। সেই নেতা ইহা পুনরায় পড়িয়া শুনাইলেন।

গান্ধীজী তাড়াতাড়ি কাগজখানি হাতে লইলেন ও উহা আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন—'ইহাতে তো ভারতবাসীর ভীষণ অপমান। এই কানুনের বিরোধ করিতেই হইবে। অসুস্থ থাকিলে চলিবে না। যুদ্ধ নিমিত্ত আমার দেহ প্রস্তুত করিতে হইবে।'—এবং সে বার এই দৃঢ় সঙ্কল্পের জোরেই তাঁহার আমাশয় রোগ নিরাময় হইয়া গেল।

স্পষ্টভাষী বাপুজী

পূর্ব প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে কতগুলি বিশেষ গুণ গান্ধীজীর মধ্যে পূর্বেই ছিল—সেই তত্ত্বগুলির বিকাশ পরবর্তী কালে হইতেছিল।

তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল—স্থির সঙ্কল্প ও দৃঢ় আগ্রহ। কোন কার্যে স্থিরনিশ্চয় হইলে, মহাত্মাজী কোন কালেই উহা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। পূর্বে যখন সরকার সমক্ষে কেহ কঠোর শব্দ প্রয়োগ করিত না, তখনকার কথা—

এক বার কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাত্মাজীর বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। সেই উপলক্ষে তথায় ভাইসরয়, রাজা-মহারাজা এবং নবাব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—'রাজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজা, আপনারা সকলেই খুব জাঁকজমকের সহিত এস্থলে পদার্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই জাঁকজমক মোটেই আপনাদের শোভা-বর্ধন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে।'

কথা-প্রসঙ্গে তিনি আবার বলিয়াছেন,—'নামদার ভাইস-রয়কে "প্রজারক্ষক" আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাইসরয় সাহেব,—আপনি যদি প্রকৃতই প্রজাপালক হন তবে যে প্রজা প্রেমপূর্বক আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে, তাহাকে আপনার সান্নিধ্য হইতে বহু দূরে রাখিবার প্রয়োজন হয় কেন? যদি আপনি প্রজাদের প্রকৃত রাজ্যকর্তা হইয়া থাকেন, তবে দর্শনাতুর প্রজাকে আপনার নিকটে আসিতে দিতে ভীত হন কেন?'

বক্তৃতায় গান্ধীজীর উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল। সভাস্থ সকলে অবাক হইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিল। হোমরুল স্থাপক মিসেস্ অ্যানি বেসেণ্টের মনে হইতেছিল যে মহাত্মাজী 'হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিতেছেন।' তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র নিম্নোক্ত মর্মে লিখিয়া গান্ধীজীকে পাঠাইলেন—

'মিঃ গান্ধী, তুমি এখনও রাজনীতিতে নিতান্ত শিশু রহিয়াছ, তোমার রসনা-সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। অনুগ্রহপূর্বক চিন্তা করিয়া ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কথা বল।'

মুহূর্তকাল বক্তৃতা বন্ধ রাখিয়া গান্ধীজী মঞ্চে দাঁড়াইয়া পত্রখানি পড়িলেন এবং এই ব্যক্তিগত পত্রটি সভাস্থ সকলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়া শুনাইলেন। তার পর তিনি বলিলেন—'মিসেস বেসেণ্ট আমায় এরূপ যুক্তি দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি স্পষ্টবাদী। আমার যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়—তাহা আমি সর্বসমক্ষে নগ্নরূপে বলিয়া দিই। যেদিন আমার মনে হইবে—এই রাজ্য আমাদের অনাবশ্যক, সেদিন "এই রাজ্য নাশ কর"—এই কথা বলিতেও আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না।'

মৃত্যুঞ্জয়

হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ বিধানের নিমিত্ত গান্ধীজী এক বার ইংল্যাণ্ড গিয়াছিলেন, ও তথায় গোল টেবিলের নাটকে পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তথায় থাকাকালীন এক দিন ভীষণ কুয়াশা হইয়াছিল। প্রকৃতির অবস্থা এমন ভীষণ হইয়াছিল যে দশ হাত দূরের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। গান্ধীজীর মোটর গাড়ি পূর্ণগতিতে চলিতেছিল। ঐ সময় সেই রাস্তায় অপর একখানি গাড়িও বিপরীত দিক হইতে পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। উভয় গাড়িই যখন পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল, তখনই তাহারা একে অন্যের অস্তিত্ব জানিতে পারিল।

সামনের গাড়িখানি তখন মাত্র দুই ফুট ব্যবধানে আসিয়া পড়িয়াছে। মৃত্যু সেদিন অনিবার্য ছিল। লিখিতে কিংবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িতেও সামান্য সময়ের দরকার হয়; কিন্তু এই ঘটনা মাত্র দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। এমন একখানি গাড়ি চক্ষুর সম্মুখে আসিল—সে যেন কালকেও সঙ্গে করিয়া আনিল—ইহা যেন কল্পনাতীত। মহাদেব দেশাই বলেন—'মূর্তিমান কালকে দেখিয়া আমি যেন কাঁপিয়া উঠিলাম।' কিন্তু সেইক্ষণে বাপুজী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ঈশ্বর যেন শোফারদের কি রকম এক বিচিত্র বুদ্ধি দিলেন, এবং গাড়ি দুইখানি ধাক্কা খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল।

কম্পন, হাস্য ও রক্ষা—এই সকলই যেন আধ কি পৌনে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটিয়া গেল।

গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে মহাদেব দেশাইকে বলিলেন—'এই শরীর দ্বারা ঈশ্বরের আরও কার্য সমাধা করাইবার ইচ্ছা আছে—মনে হয়।'

বাপুজীর দৃষ্টিভঙ্গী

শেগাঁও আসিবার পর হইতে মহারাজ প্রত্যহ গান্ধীজীর সহিত বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহার সহিত দুই-এক দিন বেড়াইবার পরে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহাদের বেড়াইবার পথে যে ক্ষেত্রটি পড়ে গান্ধীজী যদি ঐ ক্ষেত্রটির ভিতর দিয়া যান, তবে তাঁহারা তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে অতি সহজেই পৌঁছিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন। কিন্তু তিনি ক্ষেত্রের নিকটে আসিয়াই ক্ষেত্রটির এক কোণ বাহিয়া নীচে নামিতেন, এবং একটি বন্ধুর পথ দ্বারা সমগ্র ক্ষেত্রটি প্রদক্ষিণ করিয়া তবে গন্তব্যস্থলের রাস্তা ধরিতেন।

তৃতীয় দিনেও তাঁহারা বেড়াইতে বেড়াইতে উপরোক্ত ক্ষেত্র সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন মহারাজ বাপুজীকে বলিলেন—'বাপু, আমরা যদি এই ক্ষেত্রটির ভিতর দিয়া যাই তবে কি ক্ষতি?'

'ক্ষেত্রের মালিক আমাকে ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া যাইতে নিষেধ করে।'

'আমরা চুপি চুপি চলিয়া যাইব।'

বাপু হাসিয়া বলিলেন—'মহাদেব ও অন্যান্য সকলে তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। কিন্তু সে কিছুতেই শোনে না। সে বলে যে—তাহার ক্ষেত্রে যেন আমার পা কিছুতেই না পড়ে।'

সর্বপাবনকারী রামের শ্রীচরণের ন্যায় গান্ধীজীর চরণস্পর্শ যাহার ক্ষেত্রে হয়—তাহার ক্ষেত্রে তো সোনা ফলে। যদি কৃষকদের ক্ষমতা থাকিত, তবে না জানি তাহারা কত শত বার গান্ধীজীর শ্রীচরণ স্পর্শ তাহাদের ক্ষেত্রে করাইত। আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক—এই কৃষক এইরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন তাহা যেন মহারাজ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি গান্ধীজীকে বলিলেন—'আমি যাইয়া উহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করি।'

গান্ধীজী বলিলেন—'মহাদেব ও অন্যান্য মহোদয়গণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাকে যথেষ্ট বুঝাইয়াছেন, কিন্তু সে কিছুতেই মানে নাই এবং মানিবেও না।'

মহারাজ বলেন—

'উপরোক্ত কৃষকটির এত আক্রোশ যে ক্ষেত্রের যে ভাগে বাপুজী পদক্ষেপ করেন—সে অংশটুকু সম্ভব হইলে সে চাঁছিয়া ফেলিত।'

গ্রামোদ্ধার নিমিত্ত গান্ধীজী সর্বাপেক্ষা অনুন্নত ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রাম শেগাঁওকেই পছন্দ করিয়াছিলেন।

এক দিন বাপুজী ও আশ্রমবাসী সকলে ঝাঁট দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য বাহির হইলেন। রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ ছিল—অতএব মেরামতের নিতান্ত আবশ্যকতা ছিল। সেইজন্য তাঁহারা ঝাঁটা, ঝুড়ি এবং সঙ্গে কোদাল ইত্যাদিও লইলেন।

স্বয়ংসেবকেরা একটি রাস্তা কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া মেরামত করিতে আরম্ভ করিল।

নিকটস্থ গৃহ হইতে একটি লোক বাহির হইয়া আসিল ও তারস্বরে বলিয়া উঠিল—'আমার রাস্তা মেরামতের প্রয়োজন নাই। মস্ত বড় সব সেবক আসিয়াছেন—আমার সেবার প্রয়োজন নাই, ইত্যাদি—।'

মহাত্মাজী তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু সবই বৃথা হইল—তাহার মতের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশেষে মহাত্মাজী বলিলেন—'এই সকল গর্তে জল জমিয়া থাকে, সেইজন্য সকলের ম্যালেরিয়া হয়। আমরা গর্তগুলি ভরাট করিয়া দিতেছি, ইহাতে ক্ষতি কি ?'

সেই লোকটি বলিল—'আমরা এত কাল ধরিয়া এখানেই বসবাস করিতেছি। ম্যালেরিয়ায় ভুগিলেও অদ্যাবধি বাঁচিয়াই রহিয়াছি—মরিয়া গিয়াছি কি ?'

বাপুজীকে বাধ্য হইয়াই উপরোক্ত রাস্তাটির মেরামতের কাজ বন্ধ করিতে হইল।

যখন মহাত্মাজী এই কাহিনীটি বারদোলীর স্বরাজ আশ্রম-বাসীদের বলিলেন, তখন মহারাজ বলিয়াছিলেন—'বাপুজী, যদি আপনার মত মহান ব্যক্তির ও গ্রামে কাজ করিতে এত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়, তবে আমাদের মত লোকের তো কথাই নাই।'

বাপু নিজের জন্মগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'তোমরা তো ইহাদের সহিতই থাকিতে পার—কিন্তু আমি তাহা কিছুতেই পারি না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুরির নূতন ব্যাখ্যা

গান্ধীজী সব সময়ে তাঁহার নিকট একটি ছয় আউন্সের পিকদানী ও ঠিক ঐ মাপেরই একটি ঘটি রাখিতেন। সকালে উঠিয়া ঐ ছোট্ট ঘটির জলে তিনি দাঁতন ও কুলকুচা করিতেন, চোখ মুখ ধুইতেন, এবং নাক দিয়া জল গ্রহণ করিতেন। নিজের খাটিয়ায় বসিয়াই তিনি ঐ সকল কাজ করিতেন, কিন্তু খাটিয়া বা পার্শ্বস্থিত বই-পুস্তকে জলকণা মাত্র পড়িত না। এমন সন্তর্পণেই হাতে জল লইতেন যে এক বিন্দু জলও নীচে পড়িত না। সমস্ত জল ঐ পিকদানীটুকুতেই পড়িত, এবং সেই ক্ষুদ্র পিকদানীতেই তাঁহার কুলাইয়া যাইত।

এক দিন মোহনলাল কামেশ্বর পাঁড়ে ঠাট্টা করিয়া গান্ধীজীকে বলিলেন—'আমাদের তো ঘটি ভরিয়া জল দরকার হয়; আপনার ঐটুকু জলে কি করিয়া সমস্ত কাজ হয়? আপনার পাশ দিয়াই তো নদী বহিয়া যাইতেছে। বেশী জল দিয়া মুখ-হাত ধুইলে ক্ষতিই বা কি?'

গান্ধীজী বলিলেন—'ঐটুকু জলেই আমার মুখ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া যায়। তোমাদেরও ঐ কাজের জন্য ঘটি ভরিয়া জলের দরকার হয় না, তবে ফেলিবার জন্য বেশী দরকার হয় মাত্র। হাতে যে জল নাও তাহা হইতে কতখানি জল নীচে পড়িয়া যায়। তার পর মুখে-চোখে তো মাত্র ভিজা হাতটি বুলাও।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আর তা ছাড়া নদী কি শুধু আমাদের জন্য? ঈশ্বর নদী কেবলমাত্র মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তো সমগ্র পৃথিবীর জন্য সৃষ্ট। ইহা হইতে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র আমাদের লইবার অধিকার আছে। পরের বস্তু লইলেই শুধু "আস্তেয় ব্রত" ভঙ্গ করা হয় না। কোনও বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত লইলেও "আস্তেয় ব্রত" ভঙ্গ করা হয় এবং প্রয়োজনের অধিক কোনও বস্তু নিজের নিকট রাখিলে "অপরিগ্রহ ব্রত" ভঙ্গ করা হয় জানিবে।'

মিতব্যয়িতা

এক দিন গান্ধীজী পাঁড়েজীকে পায়খানা হইতে ফিরিবার পথে একটি আধ সের কি পৌনে এক সের ওজনের মাটির ঢেলা লইয়া যাইতে দেখিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'অত বড় মাটির ঢেলার কি প্রয়োজন?'

পাঁড়েজী বলিলেন—'ঘটি মাজিবার জন্য তিনি ঐ মাটি লইয়াছেন।'

গান্ধীজী বলিলেন—'ঘটি মাজিবার জন্য এতখানি মাটিই চাই তোমার? ইহা যেখানে ছিল সেখান হইতে তুমি ইহাকে স্থান-ভ্রষ্ট করিতেছ, আর যেখানে ঘটিটি মাজিবে সেখানে অনর্থক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবর্জনার স্তূপ করিবে। যতটুকু দরকার ততটুকু মাটি লওয়াই উচিত—তাহার বেশী লওয়ার প্রয়োজন নাই।'

রাষ্ট্রীয় মিতব্যয়িতা

গান্ধীজী যখন য়রোডা জেলে ছিলেন—তখনকার কথা।

এক দিন গান্ধীজী জেল-অধিকারীকে বলিলেন—'তুমি চুলার জন্য কয়লা অনেক বেশী আনিয়াছ।'

জেলার হাসিয়া বলিলেন—'তাহাতে ক্ষতি কি ?'

গান্ধীজী বলিলেন—'তাহা হইবে না।'

দ্বিতীয় দিনেও ঐরূপ হইল—অর্থাৎ কয়লা প্রয়োজনের অধিক আসিল। গান্ধীজীর কথায় জেলার কর্ণপাত করিলেন না। উপরন্তু তিনি বলিলেন—'বেশী কয়লা আসিলে তোমার কি ক্ষতি ? তোমার যতখানি দরকার লইবে, বাকী কয়লা পড়িয়া থাকিবে।'

গান্ধীজী বলিলেন—'ইহাতে কাহার পয়সা খরচ হয় ? দেশের পয়সাই তো নষ্ট হয় ? দেশের একটি পাইও অনর্থক নষ্ট করা উচিত কি ? আজও কয়লা বেশী আসিয়াছে। কাল হইতে তুমি কয়লা আমার যতখানি দরকার ঠিক ততখানি মাপিয়া পাঠাইবে কিনা বল। নতুবা আমি এসম্বন্ধে তোমার উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে লিখিব।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারুদৃষ্টি

মহারাজ বলেন—

'সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, আস্তেয় এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি ব্রতের মধ্যে গান্ধীজী সত্যকেই সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় মনে করিতেন ; সত্যই সাধনার যোগ্য এবং বাকী চারিটি ব্রত ইহারই উপকরণ মাত্র। তাঁহার সমস্ত সাধনা সত্যকে কেন্দ্র করিয়াই ছিল। তাঁহার অহিংসা ব্রতও সত্যেরই জন্য এবং সত্যের সাক্ষাৎকারের জন্যই ছিল।'

গান্ধীজী বলিতেন—'সত্যব্রতীকে জীবনের প্রতি মুহূর্ত জাগ্রত অবস্থায় থাকিতে হয়। তাহার এক পলও মূর্ছিত অবস্থায় থাকা উচিত নয়। মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে নিজেকে নিরাপদ মনে করে বলিয়াই সে অসত্য পথে চলিতে আরম্ভ করে।'

তিনি সারাজীবন সকল সময়ে জাগ্রতাবস্থায় থাকিতেন। তাঁহার টেবিল হইতে কেহ যদি একটি আলপিন লয় বা উহা একটু এদিকে-ওদিকে সরাইয়া রাখে—বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ টের পাইতেন। তাঁহার শয্যার উপরস্থ পেন্সিলটি দেখিয়া তিনি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কে পেন্সিলটি লিখিতে নিয়াছিল ?' তিনি সেই লোকটিকে বলিতেন—'যেখানকার বস্তু সেখানেই থাকিবে। যখন ইহা নিয়াছিলে তখন ইহা যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থায়ই রাখা উচিত। যখন পেন্সিলটি নিয়াছিলে বা রাখিয়াছিলে তখন কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক বারও চিন্তা করিয়াছিলে যে বাপু পেন্সিলটি অমুক জায়গাতেই কেন রাখিয়াছেন? ইহার সীসই বা কেন অমুক দিকে রাখিয়াছেন? তুমি তো সীসটি উল্টা দিকে করিয়া রাখিয়াছ। অতএব লিখিতে গেলেই ভোঁতা দিকটা কাগজে লাগিবে।'

জাগ্রত মানুষেরই সত্যের সন্ধান মিলে, অন্যে সন্ধান পায় না।

কর্মনৈপুণ্য

১৯৪৫ সালে ওয়ার্ধায় শিক্ষা নিমিত্ত ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইয়াছিল। ইহার গৃহপতি ছিলেন রবিশঙ্কর মহারাজ।

মহারাজ বলেন—আমি অতীব সতর্কতার সহিতই এই ক্লাসটি চালাইতাম। আমার সহকারী ও আমার নিজের কার্যে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু গান্ধীজী এত তীক্ষ্ণ ও তাঁহার স্ট্যাণ্ডার্ড এত কঠিন ছিল যে প্রত্যেক কাজেই আমাদের মনে হইত, আমাদের তো সবই ঠিক মনে হইতেছে, কিন্তু গান্ধীজী যদি ইহা ভাল বলেন তবেই ইহা প্রকৃত ঠিক।

এক দিন ড্রিল চলিতেছিল। সব বিদ্যার্থীই বেশ ভালভাবে ড্রিল করিতেছিল। এমন সময় বাপুজী এদিকে আসিলেন। তিনি দূর হইতে আসিতেছিলেন—কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহার মস্তক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচুই ছিল। মনে হইতেছিল—তিনি যেন চিন্তামগ্ন—ব্যায়ামের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই।

সেখানে আসিয়াই তিনি বলিলেন—'আমি তোমাদের ব্যায়ামে ফেল করিতেছি—তোমরা সিধা লাইনে দাঁড়াও নাই।'

মহারাজের মনে হইল, সকলেই তো সিধা লাইনে দাঁড়াইয়াছে, কে সিধা লাইনে নাই। মহারাজ আবার দেখিলেন,—এবং এবার তিনি দেখিতে পাইলেন যে এক বিদ্যার্থী সামান্য একটু বাঁকা দাঁড়াইয়াছে।

মহারাজ বলেন—

'গান্ধীজী এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রত্যেকটি জিনিস অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতেন। যখন তিনি পায়খানা দেখিতে আসিতেন, তখন তিনি ভিতরে কোথাও ময়লা পড়িয়া রহিয়াছে কিনা, কোথায়ও কোনও দাগ লাগিয়া রহিয়াছে কিনা, মাছি ভন ভন করিতেছে কিনা—এই সমস্তই চশমা ঠিক করিয়া একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেন। তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—সেইজন্য তিনি পায়খানায় গন্ধ আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়া ভাল করিয়া শুঁকিয়া পর্যন্ত দেখিতেন। এই সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকিলেই তিনি ফেল করাইতেন অর্থাৎ খারাপ মন্তব্য করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচ্ছন্নতা

বহুবর্ষের পূর্বের কথা, মহারাজ তখনও প্রাচীন প্রথার ব্রাহ্মণই ছিলেন—তখনকার এ আখ্যায়িকা।

গান্ধীজী নদিয়াদ অনাথাশ্রমে আসিয়াছেন। অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে লইয়া যুবক রবিশঙ্কর উৎসাহের সহিত তাঁহাকে দেখিতে চলিয়াছেন।

গান্ধীজীর আহারের সময় হইয়াছিল। তাঁহার আহারের নিমিত্ত আঙুর প্রস্তুত ছিল। উৎসাহী রবিশঙ্করের মনে হইল—'এই মহান ব্যক্তির কিছু সেবা করা যাউক, তাহা হইলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে।' তিনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন এবং ঘরের কোণে একটি নর্দমা দেখিয়া সেখানে আঙুরগুলি বেশ করিয়া ঘষিয়া ধুইলেন। রবিশঙ্করের পরিচ্ছন্নতার আগ্রহ যেন বাড়িয়া গেল; তিনি ভাবিলেন ইহা গান্ধীজীর মত মহান ব্যক্তির সেবায় লাগিবে। অতএব তিনি পুনরায় আঙুরগুলিকে ধুইলেন এবং রেকাবিতে করিয়া গান্ধীজীর সম্মুখে রাখিলেন।

গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—'আঙুরগুলি পরিষ্কার তো?'

রবিশঙ্কর বলিলেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি ঠিক জান তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দুই বার ধুইয়া এইগুলিকে পরিষ্কার করিয়া আনিয়াছি।'

'তুমি পরিষ্কার করিয়াছ—কি আরও বেশী ময়লা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনিয়াছ ?'

রবিশঙ্কর এই ধাঁধাঁ বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গান্ধীজী বলিলেন—'তুমি আঙুর ধোও নাই, বরং জল লাগাইয়া তোমার হাতের সমস্ত ময়লা এইগুলিতে লাগাইয়াছ। তোমার হাতে আবার জল লাগাইয়া সেই জলের ফোঁটা ফেলিয়া দেখ যে ঐ জল কত ময়লা দেখায়।'

এই প্রসঙ্গের শেষে মহারাজ বলিয়াছেন—গান্ধীজীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তীব্র দৃষ্টি ছিল।

নিরহঙ্কারিতা

গান্ধীজী আম খুব ভালবাসিতেন। কখনও কখনও তিনি দিনে বিশ-পঁচিশটা আমও খাইতেন।

আনন্দের চিমনলাল দবে এই কথা জানিতেন। এক বার তিনি জানিতে পারিলেন যে গান্ধীজী আনন্দ স্টেশন অতিক্রম করিয়াই কোথাও যাইতেছেন। অমনি তিনি গান্ধীজীর জন্য এক ঝুড়ি আম লইয়া স্টেশনে গেলেন। গাড়ি আসিলে—অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ঝুড়ি হইতে আম বাহির করিয়া ধুইয়া, রুমালে মুছিয়া গান্ধীজীর হাতে দিলেন।

গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—'চিমনলাল, তুমি এই আম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিষ্কার করিলে, কি তোমার ঘাম ইহাতে লাগাইলে ?'

চিমনলাল গান্ধীজীর সহিত নিঃসঙ্কোচে বার্তালাপ করিতেন। তিনি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গান্ধীজী, তোমার পূর্বে অন্য কোনও সুধারক (সংস্কারক) হইয়াছিল কি ?

গান্ধীজী বলিলেন—'হইয়াছিল বই কি।'

'এক জন দুই জন কি অনেক ?'

'কত জন ! এত জন সংস্কারক হইয়াছিল, তবুও পৃথিবী যেমন তেমনই রহিয়াছে, এবং এই রকমই থাকিবে।' গান্ধীজী সহাস্য বদনে চিমনলালের প্রশ্নের ভিতরকার খোঁচাটি মানিয়া লইলেন।

বাপুজীর প্রেম

১৯৪১-১৯৪২ সাল। যখন সরকার ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য সমস্ত রেলওয়ে বন্ধ করিয়া দিবেন এরূপ কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইতেছিল, সে সময়ের কথা।

বারদোলীর আশ্রমে বাপু বসিয়া আছেন, সঙ্গীসাথীদের সহিত বার্তালাপ করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বাপুর দৃষ্টি দরজার বাহিরে পড়িল এবং তিনি চমকিয়া উঠিলেন। দূরে 'বা' ও দুই-এক জন সঙ্গীকে আসিতে দেখা গেল।

'বা'কে দেখিয়া বাপু চমকাইলেন কেন ? তাহার কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বা' কোনও বিশেষ কাজে মরোলী গিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। বাপুর মনে হইল, এইরূপ অসুস্থ শরীরে 'বা' কিরূপে মরোলী হইতে এখানে আসিয়াছেন? তাঁহার এখানে এখন এমন কি জরুরী কাজই বা পড়িয়া ছিল? কথা বন্ধ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেলেন। 'বা'র হাত ধরিয়া অতি স্নেহপূর্বক তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিলেন, শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ও সেবা শুশ্রূষা করিলেন। 'বা'কে উপরে লইয়া গিয়া সস্নেহে ও যত্নসহকারে তাঁহাকে নিজের বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন।

কল্যাণজী-ভাই 'বা'কে লইয়া আসিয়াছিল। সর্দার তাহাকে বলিলেন—'কল্যাণজী, 'বা'কে এইরূপ অসুস্থ শরীরে এখানে লইয়া আশা উচিত হইয়াছে কি?'

কল্যাণজী-ভাই বলিতে লাগিলেন—' 'বা'ই আসিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন।'

'কিন্তু তোমারও তো চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ছিল।'

' 'বা' কথা মানেন তবে তো? কত বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই তিনি মানিলেন না।'

বাপুজী 'বা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন—' 'বা', তোমার এখানে এমন কি দরকারী কাজ ছিল?'

'বা' বলিলেন—'তোমার চিঠি আসিয়াছিল যে তুমি ২০ তারিখে ওয়ার্ধা যাইতেছ। তুমি সেবাগ্রাম চলিয়া যাও আর তার পর যদি এদিকে রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া যায় তবে তো আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেই থাকিয়া যাইব। যদি বিচ্ছেদ ঘটে তো ?'

দৈবাৎ মৃত্যু হয়, এবং গান্ধীজী দূরে থাকেন—এই ভয়ে তিনি এরূপ অসুস্থ শরীরেও প্রবাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

বেত্রের স্বাদ

১৯১৯ সালের কথা।

গ্রামে থাকিয়া চরকার প্রচারকার্যের জন্য গান্ধীজী 'বা', মোহনলাল পাঁড়ে এবং রবিশঙ্কর মহারাজকে দহেগাম তালুকের বহিয়ল গ্রামে পাঠাইয়াছিলেন।

সেখানে তিন জনে এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন—এমন সময় হঠাৎ এক দিন 'বা' পাঁড়েজী ও মহারাজকে বলিলেন—'আমি আজই প্রথম গাড়িতে আহমদাবাদ যাইব, তোমরাও চল।'

পাঞ্জাবে তখন রউলট কানুনের জন্য নানা প্রকার অত্যাচার হইতেছে। এই সংবাদ গোপন করিবার জন্য সরকার পাঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত ট্রেন, তার, ডাক ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু পাঞ্জাব হইতে একটি লোক পায়ে হাঁটিয়া দিল্লী পর্যন্ত আসিয়াছিল। ঐ লোকটি পাঞ্জাবে অত্যাচারের হৃদয়বিদারক কাহিনী জনসমক্ষে প্রচার করিয়া দিল।

জালিয়ানবালার এই খবর শুনিয়া গান্ধীজী ভাইসরয়কে লিখিলেন—'এই অত্যাচারের কথা সত্য কিনা তাহা জানিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য আমি অমুক তারিখে পাঞ্জাবে যাইতে ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে পাঞ্জাবে যাইতে হুকুম দিন।'

ভাইসরয়ের নিকট হইতে কোনই উত্তর আসিল না দেখিয়া গান্ধীজী পুনরায় তাঁহাকে নিম্নোক্ত তার করিলেন।

'আমার পত্রের কোনও উত্তর না পাইয়া আমি বাধ্য হইয়া হুকুম অমান্য করিয়াই পাঞ্জাব যাইতেছি।'

এক পত্রে 'বা'কেও তিনি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাইলেন ও লিখিলেন—'আমি অমুক তারিখে পাঞ্জাব যাইতেছি।'

এই পত্র পড়িয়া 'বা' তৎক্ষণাৎ আহমদাবাদ যাওয়া স্থির করিলেন এবং পাঁড়েজী ও মহারাজকে ঐ কথা বলিলেন।

'বা', পাঁড়েজী ও মহারাজ আহমদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাত্রে প্রার্থনান্তে 'বা' বাপুর কাছে আবদার ধরিয়া বসিলেন—'আমিও তোমার সহিত পাঞ্জাব যাইব।'

গান্ধীজী বলিলেন—'তুমি সেখানে গিয়া কি করিবে? তোমার কাজ তো গ্রামে। আমরা স্থির করিয়াছি যে গ্রামে যাইয়া সেবা করিব। তুমি সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়াছ—এখন তুমি সে কাজ ছাড়িবে কি করিয়া?'

'না, আমি আর সেখানে যাইব না।'

'কেন?'

'আমি তোমার সহিতই যাইব। আর তা ছাড়া আমার সেখানে থাকারও সুবিধা হইতেছে না। সেখানে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবার জায়গায় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বাকী সব তো একরকম, কিন্তু স্নান করিলে বা কিছু ধুইলে সেই নোংরা জল ঘরের ভিতরেই একটি চৌবাচ্চায় জমা হয়, এবং নিজেদেরই আবার সেই নোংরা জল বালতি করিয়া উঠাইয়া বাহিরে ফেলিতে হয়। বাড়ির মালিক নোংরা জল বাহিরে যাইবার জন্য কোনও নর্দমা পর্যন্ত বানায় নাই।'

'ইহা তো ভালই। তোমরা অনর্থক জল খরচ করিবে না বলিয়াই বোধ হয় এই ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা হইতেই তোমরা জল সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হইতে শিখিবে। আমার মনে হয় বাড়ির মালিক জৈনধর্মাবলম্বী।'

পাঁড়ে এবং মহারাজ হাসিয়া ফেলিলেন। বাড়িটি সত্যসত্যই এক জৈনের ছিল।

এই সমস্ত কথা দুই-তিন দিন পূর্বে হইয়াছিল। 'বা' বাপুর সহিত যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বাপুও তাঁহাকে গ্রামে যাইয়া সেবাকার্য করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

বাপুর আগ্রহ এত কঠিন ছিল যে, যে সকল ভদ্রমহিলা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—'বাপু, আপনি তো জুলুম করিতেছেন!'

গান্ধীজী বলিলেন—'কেন, আমি কি মারিতেছি?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক জন ভদ্রমহিলা বলিলেন—'ইহা অপেক্ষা মার খাওয়া অনেক ভাল।'

বাপু মহিলাটিকে বলিলেন—'তাহা হইলে তুমি সত্যসত্যই বেত্রের স্বাদ চাখিয়াছ—মনে হয়।'

গান্ধীজী 'বা'কে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু 'বা' কিছুতেই বহিয়ল যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। মোহনলাল পাঁড়েও অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে গেলেন। 'বা' কিংবা পাঁড়েজী এক জনও যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। অতএব মহারাজেরও আলস্য বোধ হইল। হিসাব পরে গিয়া লইলেই হইবে—এই ভাবিলেন। জিনিসপত্র, টাকা, তুলা, তরাজু ইত্যাদি বহিয়লের সেই নর্দমা-বিহীন ঘরেই পড়িয়া রহিল।

মহারাজ নিজেও অদ্যাবধি জানেন না যে অবশেষে ঐ সকল জিনিসের অধিকারী কে হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজন ও উপবাস

শ্রী আম্বেদকর যখন হরিজনদের মাথায় চড়াইতেছিলেন—তখনকার কথা।

এক বার হরিজনেরা গান্ধীজীকে বলিল—'আপনার জো-হুকুম আমরা মানিতে রাজী নই এবং ইহার প্রতিকার নিমিত্ত আমরা আপনার দরজায় উপবাস-সত্যাগ্রহ করিব।'

গান্ধীজী আম্বেদকর-বাদীদের এই যুদ্ধ-প্রবৃত্তি যে কত বড় অন্যায় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি তাহাদের জানাইয়া দিলেন—'উত্তম, তোমরা সন্তুষ্ট-চিত্তে সত্যাগ্রহ কর।'

ইহার দুই-এক দিন পরেই সত্যাগ্রহী হরিজন সম্প্রদায় গান্ধীজীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গান্ধীজী সহাস্যবদনে তাহাদের স্বাগত করিয়া কহিলেন—'আমি তোমাদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্য স্থির করিয়াছি। তোমরা কোথায় বসিয়া সত্যাগ্রহ করিতে চাও?'

সত্যাগ্রহীগণ 'বা'য়ের ঘরখানি দেখাইয়া বলিল—'আমরা ঐ ঘরখানিতে থাকিয়া উপবাস করিব।'

গান্ধীজী 'বা'কে কহিলেন—'বা, এই ভাইদের তোমার ঘরই পছন্দ হইয়াছে। অতএব ইহা খালি করিয়া দাও।'

'আমি তাহা হইলে কোথায় থাকিব?'

'তোমার জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া দিব।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বা'র খুবই দুঃখ হইল, তিনি অনেক বচসা করিলেন। কিন্তু নিজের বিরোধীদেরও যত দূর সম্ভব সুখ-সুবিধা দেওয়া উচিত—এই ধারণা বাপুর হৃদয়ে এমন দৃঢ়ভাবেই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এইজন্য যাহাকে তিনি এত স্নেহাদরের চক্ষে দেখিতেন, সেই স্ব-পত্নীকেও ব্যথা দিতে দ্বিধা করিলেন না। তিনি নিজের আগ্রহে অটল অচল রহিলেন; এবং অবশেষে মীরাবেন যেখানে থাকিতেন, সেই দিককার একখানি খালি ঘরে 'বা'কে আশ্রয় দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার জিনিসপত্র ঐখানে লইয়া যাওয়া হইল।

হরিজনেরা 'বা'য়ের ঘরে বাসা নিল ও উপবাস আরম্ভ করিল। এক দিন এক জন উপবাস করে ও দ্বিতীয় দিন সে পারণ করে। দ্বিতীয় দিনে যে ব্যক্তি উপবাস করে, সে আবার তৃতীয় দিন পারণ করে এবং অন্য এক সত্যাগ্রহী উপবাস করে।

তার পর এক দিন তাহারা নিজেদের সঙ্কল্প গান্ধীজীকে বলিয়া ফেলিল।

'এইরূপ ভাবে উপবাসের অবিচ্ছিন্ন সতত প্রবাহে আমরা আপনার হৃদয় পরিবর্তন করিব, আপনার পাপের অন্ত আনিব।'

'বা'কে নিজের ঘরখানি হইতে বাহির করিয়া, কিছুদিন গান্ধীজীর বীর প্রবৃত্তিকে তাহাদের এই সাত্তিক উপবাস দ্বারা সংকুচিত করিবার চেষ্টা করিয়া, এক দিন অকস্মাৎ এই সজ্জনেরা নিজেদের বিছানা, পোঁটলা ইত্যাদি লইয়া প্রস্থান করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্দারের পরিহাস

'সমস্ত জিলাতে আমার কায়দা-কানুন প্রচলিত হইয়াছে। আমার যোজনার বিরুদ্ধাচরণ কেহ করিবে না, আমি ছাড়া এখানে অন্য কেহ বক্তৃতাও করিবে না।'

বারদোলী সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীজী সংগ্রামের সমস্ত সূত্র সরদারকে সমর্পণ করিবেন—স্থির করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী সর্দারকে কহিলেন—'আমি তোমার সমস্ত শর্ত স্বীকার করিতেছি।'

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। আনাড়ী লোকেরা যথেচ্ছা প্রচার করিয়া—কার্য পণ্ড না করিয়া দেয়, তজ্জন্য সর্দার স্বয়ং গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

অবশেষে এমন অবস্থা হইল সর্দার ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অপরপক্ষে সত্যাগ্রহী স্ত্রী-পুরুষদের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তবুও উদ্বেগের শেষ ছিল না। সরকারের দমন যদি সামান্য বৃদ্ধি পায় এবং তাহার একটি সত্যাগ্রহীও যদি বশ্যতা স্বীকার করে, তবে বারদোলীর চাষীর সম্মান নষ্ট হইবার উপক্রম হইবে।

সরকার অন্তিম আদেশ দিলেন—'চৌদ্দ দিনের মধ্যে খাজনা দিয়া যাইতে হইবে; প্রজা আদেশ অমান্য করিলে—সরকার কর আদায় নিমিত্ত সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন।'

সাবরমতী আশ্রমে বসিয়া গান্ধীজী ভাবিলেন—'এবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চয়ই কার্যসিদ্ধি হইবে।'

কিন্তু চৌদ্দ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বেই এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

এই বিজয়-উৎসব নিমিত্ত বারদোলীতে সভা হইল—গান্ধীজীও আহমদাবাদ হইতে আসিলেন।

গান্ধীজীকে এই অবসরে কিছু বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইলে তিনি মঞ্চের উপর হইতে বলিলেন—'আমি আজ আর কিছু বলিব না। কারণ তোমাদের সর্দার আজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি ভিন্ন অপর কেহ ভাষণ দিতে পারিবে না। আমি এই আজ্ঞাভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না।'

'আরে, তোমাকে কে নিষেধ করিয়াছে? তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি বল না কেন।' সর্দার বলিয়া উঠিলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলিলেন—'তোমরা মনে করিও না যে এই সংগ্রামে আমি যুক্ত নহি। আমি দূরে বসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ইহাতে আমি সংশ্লিষ্ট। আমি সেখানে বসিয়াই পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম যে সংগ্রামকারীরা যেন আসুরী শক্তি নাশ করিবার শক্তি পায়। আমি সেখানে বসিয়াই সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতাম, সর্দারের পদ্ধতি দেখিতাম। সর্দার যাহাতে ভুল না করে সেইদিকেও লক্ষ্য রাখিতাম। সরকার যখন চৌদ্দ দিন সময় ধার্য করিলেন, তখনই আমার মনে হইল যে এবার সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাই হইল, নয় কি?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পর বারদোলী সত্যাগ্রহ বিজয়-উৎসব করিবার জন্য সুরাটে এক সভা হইল।

গান্ধীজী সর্দারের কথাটা ভোলেন নাই। গোড়াতেই পরিহাস করিয়া বলিলেন—'বারদোলীতে সর্দারের রাজ্য ছিল। এখানটা সর্দারের রাজ্য নয়—অতএব এখানে আমি বক্তৃতা দিব।'

উত্তম শিক্ষক

কোন মানুষের কতখানি জ্ঞান তাহা গান্ধীজী অতি সহজেই অনুমান করিতে পারিতেন।

তখন গান্ধীজী খেড়াতে ছিলেন। নিকটবর্তী গ্রামের একটি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক আসিয়া গান্ধীজীর কাছে নিজের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই আত্মপ্রশংসা শুনিয়া গান্ধীজীর মনে হইল, এই শিক্ষক মহাশয়কে দিয়া আর যাহাই হউক না কেন, রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় চলিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় বা তথাকার শিক্ষকের স্বরূপ এমন হওয়া উচিত নয়।

তিনি বলিলেন—'ভাই, রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় চালাইবার জন্য তো উত্তম শিক্ষক দরকার।'

আত্মসম্মানে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আহত কণ্ঠে সেই যুবক শিক্ষকটি বলিয়া উঠিল—'আমি তো ট্রেইণ্ড বাপুজী।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গান্ধীজী বলিলেন—'নিজে পড়া এবং অপরকে পড়ানো দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্যা শিখিলেই বিদ্যা শিখানো যায় না। আবার বেশী লেখাপড়া না জানিলেও শিখাইতে পারা যায়। শিক্ষক হইবার শক্তি তো প্রকৃতিগত। ইহা বাহির হইতে শিক্ষা করা যায় না; ইহা অন্তর হইতে প্রকাশ পায়। শিক্ষক হইবার জন্য বিশেষ করিয়া শিক্ষক-স্বভাব ও সহৃদয়তা দরকার।'

উপরোক্ত ট্রেইণ্ড শিক্ষকের বাক্‌শক্তি ক্ষণিকের নিমিত্ত রোধ হইয়া গেল।

বাপুজীর অর্থনীতি

এক বার কেহ গান্ধীজীকে বলিয়াছিল যে যদি সকলেই চরকা কাটিতে শিখে ও কাটে তবে তো দেশে খাদি স্তূপীকৃত হইয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া অপর এক ব্যক্তি বলিল—'তাহাতে ক্ষতি কি? নিজেদের প্রয়োজনের অধিক হইলে উহা বিদেশে পাঠাইয়া বেচিব।'

তৎক্ষণাৎ গান্ধীজী বলিয়া উঠিলেন—'পরদেশকে আমরা কিরূপে শোষণ করিব? সেখানে কাঁচা মালের অভাব ঘটিলে আমি হইলে তো এখান হইতে তূলা পর্যন্ত পাঠাইব না। শুধু কার্পাস পাঠাইব। সেখানকার লোকেরা যদি কাপড় বুনিতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানে তবে খাদি কি করিয়া প্রস্তুত হয় তাহা শিখাইয়া দিবার জন্য এখান হইতে স্বয়ংসেবকদের পাঠাইব। স্বয়ংসেবকেরা তাহাদের এই বিদ্যা শিখাইয়া দিবে। এইরূপে তাহাদের সাহায্য করিব, কিন্তু পরদেশকে লুট করা উচিত নয়। সেখানকার পয়সা আমরা নিতে পারি কি? আমি বিলাতে গিয়া বিলাতী কাপড়ই পরি—কারণ সেখানকার অন্ন খাইয়া আমি এই দেশের খাদি কি করিয়া পরিতে পারি?'

পরের দেশের পয়সা যতক্ষণ পরের দেশে থাকা যায় ততক্ষণই লওয়া যাইতে পারে, নিজের দেশে সে পয়সা ব্যবহার করা যায় না—এই সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর মনে এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল যে যখন তিনি আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিলেন তখন সঞ্চিত আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি তথায় ট্রাস্ট করিয়া দিলেন, মাত্র পরিধেয় বস্ত্রে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গান্ধীজীর এইরূপ ন্যায় বৃত্তির এক বিলক্ষণ পরিণাম হইয়াছিল।

তিনি বিলাতী বস্ত্রের বহিষ্কার করিয়া ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকদের অন্ন নাশ করিলেন এবং সেখানে বেকার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তথাকার শ্রমিক সম্প্রদায় যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে—ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

মহাত্মাজী যখন গোল টেবিলের সভার জন্য ইংল্যাণ্ড-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিলেন, তখন ম্যাঞ্চেস্টারেও গিয়াছিলেন। গান্ধীজীর জন্য সেখানকার শ্রমিকদের বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে—সেজন্য গান্ধীজীর সঙ্গীরা মনে করিয়াছিলেন যে ঐ সকল শ্রমিকরা নিশ্চয়ই গান্ধীজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাঁহাকে কালো পতাকা দেখাইবে, ফিরিয়া যাইতে বলিবে; কিন্তু দেখা গেল যে, এই সবের পরিবর্তে তাহারা গান্ধীজীকে মানপত্র দিল।

মহারাজ মনে করেন যে গান্ধীজীর হৃদয়ে ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকদের জন্য যে প্রেম-ভাব ভরা ছিল, এই ব্যবহার তাহারই সুফল মাত্র!

খাদী ও বিলাতী

প্রথম প্রথম অন্য সকলকার মতই খদ্দরের কাপড় 'বা'য়ের গায়ে বিঁধিত।

এক বার তিনি বাপুজীকে বলিলেন—'অন্য সময় তো চলিয়া যায়, কিন্তু রান্না করিবার সময় এই কাপড় পরা যায় না, ভাই সাহেব। এক দিকে চুলার তাপ, তার উপর আবার মোটা চটের মত কাপড়! ঘামে স্নান করিয়া যাই। রান্না করিবার সময়—'

'এইরূপ যখন বোধ হয় তখন রান্না করিবার সময় কাপড় এক দিকে খুলিয়া রাখিলেই হয় এবং রান্না হইয়া গেলে পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিলেই তো চলে। আমাদের ছেলেদের ঘরে ছেলে হইয়াছে। আমরা আর বেশী এমন কি যে লজ্জা হইবে?' বাপু বলিলেন।

বাপুর এই বচনের আর 'বা' কি উত্তর দিবেন?

মহারাজ বলেন—

গান্ধীজীর নিয়ম ছিল যে তিনি যখন জেলে থাকিতেন, তখন তথাকার সব নিয়ম-কানুন মানিয়া চলাই শ্রেয় মনে করিতেন। সেইজন্যই ১৯২১ সালের সংগ্রামে যখন তাঁহাকে অস্ত্রোপচারের সময় ও তাহার পর জেলে বিলাতী কাপড় পরিতে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে পরিধান করিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায় হঠাৎ এক দিন তাঁহাকে মুক্তি দিবার আদেশ আসিল।

বাপু তৎক্ষণাৎ নিজের সঙ্গীদের চিৎকার করিয়া বলিলেন— 'খাদী আন, খাদীর কাপড় আন—আমার শরীরে এই কাপড় বিঁধিতেছে।'

খাদী বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বজ্র অপেক্ষাও কঠোর

গান্ধীজীর দৃঢ়তা ও আগ্রহী স্বভাব নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় :—

এক বার ডাক্তার কস্তুরবাকে নুন খাইতে নিষেধ করেন। এইরূপ পথ্য করা কস্তুরবা'র পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়ে।

গান্ধাজী বলিলেন—'নুন না খাওয়া কি এমন কঠিন কাজ ?'

'বলা অতি সহজ, তোমাকেও যদি ডাক্তার নিষেধ করে—তবেই তুমি বুঝিতে পার।'

তৎক্ষণাৎ গান্ধীজী বলিলেন—'বেশ, তবে দেখ, আমিও আজ হইতে নুন ছাড়িতেছি।'

গান্ধীজী সেদিন হইতে নুন ছাড়িলেন। বা বাপু কেহই নুন খান না দেখিয়া বালক দেবদাসেরও নুন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল। গান্ধীজী তাহাকে পনেরো দিন নুন না খাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা লওয়াইলেন। এক দিন অনেকে খাইতে বসিয়াছিল। একটি থালায় লবণযুক্ত স্বাদু খাবার পরিবেশন করা হইয়াছিল। অন্য থালায় গান্ধীজী লবণহীন খাবারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গান্ধীজীর পার্শ্বে বসিয়া দেবদাসের লবণযুক্ত সুস্বাদু বস্তু খাইবার জন্য ভীষণ লোভ হইল। 'আমি ইহা খাইব'—বলিয়া সে ঐ থালার দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। মুখে দিবার নিমিত্ত যেমন সে থালা হইতে গ্রাস লইতে গেল, অমনি গান্ধীজী তাহার হাত দুইখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। দেবদাসকে নিষেধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তিনি বলিলেন—'তুইও খাস নে, আমিও খাইব না।'

দেবদাস খুব আগ্রহ করিতে লাগিল, কিন্তু গান্ধীজী হাত ছাড়িলেন না। দেবদাস কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিয়া উঠিল—'আমি বিনা নুনেই খাইব।'

অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতা পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং 'সোনা ছেলে, ভাল ছেলে' ইত্যাদি আদরের শব্দ বলিতে বলিতে পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বজ্র অপেক্ষা কঠোর গান্ধীজী ফুল অপেক্ষাও কোমল ছিলেন।

গান্ধীজীর এই কার্য আপাত-কঠোর লাগিলেও প্রকৃতপক্ষে কঠোর ছিল না। স্বভাবতই তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইলে তিনি প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেন। তাঁহার মনে হইত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে মনুষ্যত্ব লোপ পায়। তাহাতে আবার দেবদাস তাঁহারই সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অতএব তাহাকে রক্ষা করাও তাঁহার বিশেষ কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাপুজীর চপ্পল

গান্ধীজীর সেবাগ্রামে বসবাস আরম্ভ হওয়ার পর বেশীদিন গত হয় নাই। এক বার বাপুর সহিত বেড়াইতে গিয়া রবিশঙ্কর মহারাজের দৃষ্টি তাঁহার পায়ের দিকে বার বার যাইতেছিল। তিনি দেখিলেন যে বাপুর এক পায়ের চপ্পলের তলা এমন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে যে তাঁহার পা মাটিতে ঘষিতেছিল ও তাহাতে তিনি ব্যথা পাইতেছিলেন। কিন্তু বাপুজী তাহা উপেক্ষা করিতেছিলেন।

রবিশঙ্কর বলিলেন—'বাপু, যদি এই চপ্পলটি সারাইয়া লন তো আপত্তি কি ?'

বাপুজী—'এই গ্রামে মুচি কোথায় ?'

রবিশঙ্কর—'যদি এই গ্রামে না থাকে তো পাশের গ্রামেই আছে। তার কাছ হইতে শেলাই করাইয়া আনি।'

বাপুজী—'তুমি তো আমার স্বদেশীর ব্যাখ্যা জান। যাহা সবচেয়ে নিকটে তাহাই স্বদেশী। যত দূর সম্ভব নিজের প্রস্তুত জিনিসই ব্যবহার করা উচিত। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রস্তুত বস্তু ব্যবহার করিবে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে প্রতিবেশীর প্রস্তুত বস্তু লইবে। যদি তাহাও না পাওয়া যায় তবে নিজের মহল্লায় প্রস্তুত সামগ্রী লইবে। যদি ইহাও না সম্ভব হয় তো স্বগ্রামের জিনিস ব্যবহার করিবে। আমি যদি এই গ্রামে জুতা শেলাই করাইতে পারি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবেই করিব। যদি বাহির হইতে শেলাই করাই তাহা হইলে গ্রামকে স্বাশ্রয়ী করিবার জন্য আমি যে ব্রত লইয়া এখানে আসিয়াছি তার ভঙ্গ হইবে।'

মহারাজ কিছু বলিলেন না। উপরন্তু গান্ধীজী রোজ পায়ে ব্যথা পান তাহাও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন যে ইহার কোনও উপায় করিতেই হইবে।

পরের দিন তিনি আশ্রমের লোকদের বলিলেন—'গ্রামে কোনও মুচি নাই?'

সকলে উত্তর করিল—'না।'

'কিন্তু বাপুজীর জুতা তো শেলাই করিতেই হইবে। তোমাদের মধ্যে কেহ চামারের কাজ জান না?'

মোহন ভাই নামক আশ্রমস্থ এক জন রাজপুত বলিল—'আমি ইহা খুব ভালরূপেই জানি। আমি ইহা শেলাই করিয়া দিব।'

দেখা গেল মোহন ভাই এক জন ওস্তাদ কারিগর। সে চপ্পলটির অর্ধেক কাটিয়া ফেলিল ও পরে মোটা একটি চামড়ার টুকরা লইয়া কাঁটা দিয়া ঠুকিয়া জোড়া লাগাইয়া দিল। এরূপ মজবুত ভাবে সারাইল যে, সমস্ত চপ্পল খসিয়া গেলেও উহা খুলিবে না।

চপ্পল প্রস্তুত হইলে মহারাজ দুইটি চপ্পল তুলনা করিয়া দেখিলেন যে নবনির্মিত চপ্পলটি ওজনে বেশী ভারী হইয়াছে। মহাত্মাজীকে চপ্পল দেওয়ার সময় মহারাজ বলিলেন—'বাপু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চপ্পল সারানো হইয়াছে, কিন্তু এ পাটিটা ওজনে বেশী হইয়া গিয়াছে।'

চপ্পলটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বাপুজী বলিলেন—'ওজনে বেশী মানে দামেও বেশী। অর্থাৎ যে দিয়াছে সে ভুল করিয়াছে, কারণ সে বেশী মাল দিয়াছে। কিন্তু যে নিয়াছে, সে ভুল করে নাই। এবং ইহা স্বদেশী চপ্পল তো ?'

গান্ধীজীর স্বদেশী বস্তুতে আগ্রহের বিষয় আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়া মহারাজ বলিতেছেন—

সেবাগ্রামে নাপিতও পাওয়া যাইত না। সুতরাং বাপুজীর ক্ষৌরকার্য প্যারেলাল করিতেন ও প্যারেলালের ক্ষৌরকার্য বাপুজী করিতেন।

সেবাগ্রামে এইরূপ অনেক কাজ সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই বিষয়ে মহারাজ বলিতেছেন—

যখন বাপু সেবাগ্রামে গিয়াছিলেন তখন সেখানে পোস্ট-অফিসও ছিল না। মহাদেব ভাই ওয়ার্ধা হইতে পত্র লইয়া চারিটি গ্রাম পার হইয়া সেবাগ্রাম আসিতেন ও তার পর সেখান হইতে উত্তর লইয়া আবার সন্ধ্যাকালে ওয়ার্ধায় যাইতেন। কিছুদিন পরে গান্ধীজীর জন্য সেখানে পোস্ট-অফিস খোলা হইয়াছিল। তার কিছুদিন পরে সেখানে তার-অফিসও বসিয়াছিল। এবং শেষকালে টেলিফোন-অফিসও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির ব্যবহার

কোনওরূপ বিশেষ শক্তি সঞ্চয় গান্ধীজীর নিকট অপরিগ্রহ ব্রত ভঙ্গের সমান ছিল। এই বিষয়ে মহারাজ এইরূপ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি শস্য রান্না করিবার প্রথা বাহির করিয়াছে, সে ভাল করে নাই। রান্নার জন্য মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন? ফল ও শস্য যেমন জন্মায় সেইরূপই খাওয়া উচিত॥ ইহা বেশী শক্তিবর্ধক।

এক বার গান্ধীজী মাদ্রাজ প্রদেশ ঘুরিয়া আসেন। সেখানে তাঁহাকে কেহ বলিয়াছিল যে চাল তো কাঁচাই খাওয়া উচিত। গুজরাটে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেইরূপ বলিতে লাগিলেন। গান্ধীজী যখন এইরূপ বলিলেন তখন মহারাজের উপর তাহার প্রভাব পড়িল।

কিছুদিন পর গান্ধীজী ঠিক করিলেন যে কাঁচা শস্য খাইয়া এক বার দেখিতে হইবে যে ইহার ফল কিরূপ। তিনি এইরূপ ঘোষণা করিলেন যে যদি অন্য কেহ ঐরূপ পরীক্ষা করিতে চাহে তো সেও করিতে পারে।

মহারাজ সর্দার বল্লভভাইকে বলিলেন—'সর্দার, আমি বাপুজীর সহিত কাঁচা শস্য খাইবার পরীক্ষায় যোগ দিব।'

সর্দার বলিলেন—'যদি গরুমহিষের মত গিলিতে পার তো যাও। কিন্তু আমি তোমায় এই পরীক্ষায় যোগ দিতে বলিব না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথারীতি পত্র লিখিবার সময় মহারাজ গান্ধীজীকে লিখিলেন —'আমার ইচ্ছা আপনার নূতন পরীক্ষায় যোগ দেওয়া, কিন্তু সর্দার ছুটি দিতে রাজী নয়। এজন্য আমি দুঃখিত।'

গান্ধীজী সোজা সর্দারকে হুকুম করিলেন—'রবিশঙ্করকে পাঠাইয়া দাও।'

সর্দার মহারাজকে যাইতে দিলেন, কিন্তু যখন তিনি রওনা হইতেছিলেন, সে সময় বলিলেন—'পরীক্ষা আরম্ভ কর— তবে শস্যতে হাতও দিও না—সোজা মুখ দিয়াই খাওয়া আরম্ভ করিও।'

গান্ধীজী ও মহারাজ পরীক্ষা শুরু করিলেন। দু-চার দিন গান্ধীজীর শক্তি বাড়িল, কিন্তু পায়খানার সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। শরীরও শুখাইতে লাগিল।

দুই চার—এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে বিশ-পঁচিশ দিন চলিয়া গেল।

কাঁচা শস্য খাইবার সংকল্প প্রথমে গান্ধীজীরই মনে আসে, কিন্তু কস্তুরবা ভাবিলেন—'এমন সব লোক আসে যাহারা গান্ধীজীর মনে নানারূপ পরীক্ষার ইচ্ছা জাগায় ও গান্ধীজীও সে সব প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া অসুস্থ হন। আবার এরকম সঙ্গীও জোটে যাহারা তাঁহাকে ঐরূপ পরীক্ষা ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়।'

গান্ধীজীর এত বেশী পায়খানা হইতে লাগিল যে ডাক্তার হরিলাল এম. দেশাইকে ডাকিতে হইল। তিনি গান্ধীজীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—'আমি ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিতেছি তাহা খাইবেন ; শরীর ভাল হইয়া যাইবে।'

সে সময় গান্ধীজী প্রত্যহ মাত্র পাঁচ প্রকার বস্তু খাইবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—'ঔষধে তো তোমরা কত রকমের জিনিস দাও—এই সব মিলিয়া তো পাঁচ রকমের বেশী হইয়া যাইবে। সুতরাং আমি ঔষধ লইব না।'

গান্ধীজী কিছুতেই ঔষধ খাইতে রাজী হইলেন না ; কাজেই ডাক্তার হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

দুই দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—'আমি আপনাকে ফল খাইতে বলিলে তাহা তো খাইবেন ?'

'হাঁ, তাহা খাইব।'

ডাক্তার তাঁহাকে একপ্রকার ফলের রস খাইতে লিখিয়া দিলেন ও তাঁহার সহিত কাহাকেও কথা বলিতে না দিতে আদেশ করিলেন।

গান্ধীজীকে একটি পৃথক ঘরে রাখা হইল ও মীরাবেন তাঁহার দেখাশুনা করিবার ভার লইলেন। কিছুদিন এই ভাবে কাটিল।

এক বার কোনও একটি বস্তুর প্রয়োজন হওয়ায় রবিশঙ্কর মহারাজকে গান্ধীজীর ঘরে যাইতে হইল। গান্ধীজী খাটের উপর বসিয়াছিলেন ও মীরাবেন তাঁহার পিছনে বসিয়া পাখা নাড়িতেছিলেন।

মহারাজ হঠাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন ও যাহাতে কথা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার্তা না হয় সেজন্য তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় বস্তুটি লইয়া ফিরিতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন এমন সময় পিছন হইতে আওয়াজ হইল—'পরীক্ষা চলিতেছে কি ?'

মহারাজ বলিলেন—'হাঁ।'

'ওজন লইয়াছ ?'

'হাঁ।'

'কত হইয়াছে ?'

'পৌনে রতল (প্রায় ৭ ছটাক) কমিয়াছে।'

মহারাজ এইরূপ ছোট ছোট উত্তর দিতে থাকেন আর মীরাবেন ক্রোধে ফুলিয়া হাত ইশারা করিয়া তাঁহাকে মানা করেন। কিন্তু গান্ধীজী যতক্ষণ প্রশ্ন করিতে থাকেন ততক্ষণ উত্তর না দিয়া চলিয়া যাওয়া যায় কেমন করিয়া ?

গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জোর কম বোধ করিতেছ ?'

'কিছু দুর্বল অনুভব করিতেছি।'

'কি কাজ করিতেছ ?'

'সপ্তাহে দুই দিন ঝাড়ু দিই, দুই দিন রান্নাঘরের বাসন মাজি, দুই দিন পায়খানা পরিষ্কার করি, বাকী সময় সূতা কাটি।'

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে আর পিছন হইতে মীরাবেনের চোখ ফাটিবার উপক্রম। তাঁহার হাতের ইশারা বাড়িয়াই যাইতেছে। মহারাজ পালাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

'এসব কি বেশী পরিশ্রমের কাজ ? কাজ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিতেছ তো ?'

'হাঁ।'

'তাহা হইলে কেন বলিতেছ যে শক্তি কমিতেছে ? তুমি তো জান যে যতখানি শক্তির প্রয়োজন তাহার অধিক হইলে বিকার উৎপন্ন হয় ? তাহা হইতে অনেক ভুল পথে ইহার উপযোগ হয় ও শেষে ইহা বিনষ্ট হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি তো সঞ্চয় করাই উচিত নয়। আর যতখানি শক্তি থাকিবে —তাহাই ব্যবহার করিবে।'

গান্ধীজী কথা বলিতে থাকিলে—মীরাবেন অথবা মহারাজ কে তাঁহাকে আটকাইতে পারে ?

গান্ধীজী বলিয়াই চলিলেন—'শক্তি ঈশ্বরের দান, ইহা অবশ্য ব্যবহার করা দরকার। ঈশ্বরের প্রদত্ত শক্তি ব্যবহার না করার নাম পরিগ্রহ—অর্থাৎ পাপ। যতখানি শক্তি ততখানিই প্রয়োগ করিবে তাহা হইলে ঈশ্বর বিশেষ শক্তি দিবেন। শরীর ঈশ্বরের দান, সুতরাং ইহাকে শেষ শ্বাস পর্যন্ত কাজে লাগাইবে।'

গান্ধীজী আরও বলিলেন—'শোন। আফ্রিকাতে আমি টলস্টয় ফার্ম খুলিয়াছিলাম। সকলের টাকা বেশীর ভাগ সরকার হইতে আদায় করিয়া লইবার দরুন এই আশ্রমটি অনেক কষ্টের সহিত চালাইতে হইত। পয়সার এত টানাটানি ছিল যে সকলের জুতা কিনিবারও সামর্থ্য ছিল না। আমরা চামড়া কিনিয়া চপ্পল শেলাই করিয়া সকলকে দিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পয়সা বাঁচাইবার জন্য একটি উপায় ঠিক করা হইয়াছিল। যথা—ফার্ম হইতে জোহানস্‌বার্গ যাইতে হইলে ভাড়া দেওয়া হইত না। যাহার যাইবার প্রয়োজন হইত—সে পায়ে হাঁটিয়া যাইত ও পায়ে হাঁটিয়া ফিরিত। জোহানস্‌বার্গ টলস্টয় ফার্ম হইতে একুশ মাইল দূরে ছিল। অন্যান্য আশ্রমবাসীদের জন্য এই নিয়ম বিশেষ কষ্টকর হয় নাই, কারণ তাহাদের শহরে কদাচিৎ কোনও জিনিস ক্রয় করিবার জন্য যাওয়ার প্রয়োজন হইত। কিন্তু ওকালতির কাজে আমাকে রোজ যাইতে হইত। এজন্য সকালে ৩॥ টায় উঠিয়া ভাকরী (মোটা রুটি) ও লেবুর মোরব্বা সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। জোহানস্‌বার্গ হইতে ছয় মাইল দূরে একটি সুন্দর ঝরনা আছে। ঐখানে পৌঁছিয়া আমি স্নান করিতাম। ইহাতে আমার সমস্ত পরিশ্রম অপনীত হইত। তার পর মোরব্বা ও ভাকরী খাইয়া আবার অগ্রসর হইতাম। কোর্ট বন্ধ হইলে আবার একুশ মাইল হাঁটিয়া ফিরিতাম। ওকালতির সঙ্গে সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র কাজও চলিত। সেইজন্য আশ্রম হইতে ঠিক করিল যে চলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আমাকে একবারকার গাড়ির ভাড়া দেওয়া হইবে।'

'ইহার পরেও', গান্ধীজী মহারাজকে বলিলেন, 'শনিবারে আমি দুই বারই হাঁটিতাম, কারণ তাহার পরের দিন রবিবার—বিশ্রাম ও আরামের দিন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কস্তুরবা

তখন সত্যাগ্রহ যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিতেছিল। মহাত্মাজীর নিকটস্থ লোকেরা নিজেদের জেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মহাত্মাজীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার ভগিনী রলিয়াত বা বলিলেন—'আমার দ্বারা জেলে যাওয়া হইবে না। এ আমার কাজ নয়।'

মহাত্মাজী বলিলেন—'তাহা হইলে তুমি রাজকোটে গিয়া থাক। আমি যত দিন বাঁচিব তোমাকে খরচের জন্য সাত টাকা করিয়া পাঠাইব।'

এক বার গান্ধীজী এক জন হরিজনকে তাঁহার বাড়িতে চাকর রাখিয়াছিলেন। ইহাতে কস্তুরবা'র মনে অস্বস্তি হইতে লাগিল। তিনি ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। গান্ধীজী তাহাকে শুনাইয়া দিলেন—'যদি তোমার এখানে না ভাল লাগে তো রলিয়াত বেনের মত তুমিও রাজকোটে যাও। তোমাকেও মাসে সাত টাকা করিয়া পাঠাইব।'

কস্তুরবা বলিয়া উঠিলেন—'এমনি করিয়া তুমি আমাকে সারাজীবনের মত আলাদা করিয়া দিতে চাও? আমি তোমা হইতে পৃথক থাকিবার পাত্রী নহি। আমি তো তোমার কোলেই মরিব।'

ইহার অনেক বৎসর পরে ১৯৪৩ সালে আগা খাঁর প্রাসাদের জেলে কস্তুরবা প্রাণ ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথা বাপুজীর কোলেই ছিল।

বাপুজীর সমাজবাদ

গান্ধীজী বলিতেন যে বড়লোকদের লুঠ করিয়া তিনি সমাজবাদ স্থাপন করিতে চাহেন না। তিনি সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমাজবাদ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তিনি গরিব লোকদের এরূপভাবে তৈরী করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে কি তাহাদের পয়সারই প্রয়োজন না হয় ও যাহার ফলে ধনীর ধন নিরর্থক হইয়া যায়। এই ভাবে গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া দেশে আর্থিক সাম্যতা আনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

গান্ধীজীর এই আদর্শ কিশোরলাল-বর্ণিত নিম্নলিখিত গল্পে বেশ সরস ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

একটি উপদ্বীপ ছিল। ইহার তটদেশে এক কোলী রাজার রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যে কেবল মাছ পাওয়া যাইত ও তাহার দ্বারাই প্রজারা জীবন অতিবাহিত করিত। ইহা ব্যতীত দেশটি গরিব ছিল, যেহেতু সেখানে না সোনা, না রূপা, না ভাল কাপড়, না কোন রকম আরামের জিনিস পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রজারা একরূপ সুখীই ছিল।

ঐ উপদ্বীপের অন্তর্ভাগে অন্য এক রাজার রাজ্যও ছিল। সেই রাজ্যে সোনা রুপার খনি ছিল, ধান্যে-ভরা ক্ষেত ছিল, ঘি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুধের যোগান দেওয়ার অনেক গো-সম্পদ ছিল, ফলফুল-শোভিত বাগান ছিল। সেখানে উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ ছিল ও প্রজারা সুন্দর সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়াইত।

এক বার অন্তঃপ্রদেশের রাজ্য শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। উহার আয়েসী প্রজারা শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম না হইয়া তটস্থ রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিল।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। তটস্থ সবল প্রজাদের সহায়তায় শত্রুরা পরাজিত হইল। তটস্থ প্রদেশের কোলী রাজা তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করিলেন বলিয়া অন্তঃপ্রদেশের রাজা দেশপতি তাঁহাকে নিজের রাজ্যে স্বাগত করিলেন।

অন্তঃপ্রদেশের রাজা কোলী রাজাকে বলিলেন—'আমি কিরূপে আপনার ঋণ শোধ করিব আমাদের দেশে প্রতিবৎসর যাহা কিছু সামান্য সোনা, শস্য, ঘি ও দুধ উৎপন্ন হয় তাহাই আপনাকে পাঠাইব।'

এইরূপে অন্তঃপ্রদেশের রাজা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কোলী রাজা বিনয়পূর্বক সমস্তই অস্বীকার করিলেন। তখন অন্তঃপ্রদেশের রাজা বলিলেন—'তাহা হইলে প্রতিবৎসর কিছু রুপা গ্রহণ করুন।'

তটস্থ প্রদেশের রাজা তাহাতেও না করিলেন। তখন দেশপতি বলিলেন—'তবে আমাদের ধান গ্রহণ করুন।'

কোলী রাজা বলিলেন—'সমুদ্রদেব আমাদের প্রচুর মাছ দেন, আমাদের খাওয়ার কোনই কষ্ট নাই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশপতি বলিলেন—'যদি কিছুই না নেন তবে আমাদের ফলফুল গ্রহণ করুন।'

কোলীরাজা তাহাও অস্বীকার করিলেন। কিন্তু দেশপতিও নাছোড়বান্দা।

তখন কোলী রাজা বলিলেন—'যদি আপনার এতই আগ্রহ, তবে প্রতিবৎসর প্রত্যেক প্রজার জন্য দুইটি করিয়া শিপ পাঠাইবেন। আমাদের দেশের মেয়েদের শিপ পরিবার খুব শখ।'

দেশপতি বলিলেন—'চাইলেন যদি তো—এ কি জিনিস চাহিলেন রাজা? এ তো আমরা পাঠাইবই, কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও কিছু প্রার্থনা করুন।'

কোলী রাজা—'না, ইহাই আমার যথেষ্ট।'

নিজের রাজ্যে ফিরিয়া কোলী রাজা ঢোল পিটাইলেন —'কোনও প্রজা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে একটিও শিপ দান বা বিক্রয় করিবে না। যদি কেহ অমান্য করে তো তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।'

দেশপতির রাজ্যে শিপ উৎপন্নই হইত না, তাহাদের প্রয়োজনীয় শিপ তটস্থ দেশ হইতেই আসিত। সুতরাং দুই বছরেই তাহাদের শিপের ভাণ্ডার শেষ হইল। তখন তাহারা পার্শ্বস্থ রাজ্য হইতে শিপ ক্রয় করিতে লাগিল। কোলী রাজা বিনা মূল্যে শিপ-দানের বিরুদ্ধে আইন কায়েম রাখিলেন, কিন্তু শিপ-বিক্রয়ের জন্য কোনও নিষেধ রাখিলেন না। তিনি নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজাদের বলিলেন—'তোমাদের যেমন খুশী দাম লইয়া তোমরা শিপ বিক্রয় করিতে পার এবং ঐ পয়সা দিয়া ফল, ধান, সোনা, রুপা যাহা ইচ্ছা ক্রয় করিতে পার।'

শিপের দাম দিন দিন বাড়িতে লাগিল ও ইহার ফলে অন্তবর্তী প্রদেশের যাবতীয় ধনরত্ন ও সমৃদ্ধি তটস্থ প্রদেশে হস্তান্তরিত হইল।

কয়েক বছর পরে অন্তঃপ্রদেশের রাজা মারা গেলেন। রাজার ছেলে সিংহাসনে বসিল। সে কোলী রাজাকে বলিল—'আমি পুরাতন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে রাজী নহি। আমি নূতন বন্দোবস্ত করিতে চাই।'

দুই রাজা পরামর্শের জন্য একত্রিত হইলেন। শেষকালে এই স্থির হইল যে অন্তঃপ্রদেশের রাজা তটস্থদেশকে প্রতিবৎসর মাত্র চারটি করিয়া শিপ দিবে।

কিন্তু এই চারিটি শিপের বদলেও তটস্থদেশের প্রজারা খুব দাম লইতে লাগিল।

রবিশঙ্কর মহারাজ বলেন—

এই গল্পে গান্ধীজীর উপদেশের সারমর্ম—স্বদেশী দ্রব্যের মাহাত্ম্য ও বিদেশী দ্রব্যের দরুন সর্বনাশের বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাপুজীর মুমুক্ষা

গান্ধীজী যখন ভারতে ফিরিয়া আসেন তখন হইতেই আমার তাঁহার প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং উহা তাঁহার মৃত্যুর পরও সমান বলবৎ রহিয়াছে; বরং বলা যাইতে পারে যে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এ আকর্ষণ গান্ধীজীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য নহে—ইহা তাঁহার মহান পবিত্র জীবনের হেতু। গান্ধীজী আমাকে রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে নয়, পরন্তু মহাত্মারূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কেহ মনে করিবেন না যে গান্ধীজীর বিষয়ে এরূপ উক্তি আমার অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত, কারণ এই ধারণা অনেক প্রসঙ্গ হইতে স্পষ্ট হইবে।

গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে এক জন বিদ্বান লোক গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'স্বরাজে কি কি হয়? আপনি স্বরাজের কিরূপ ব্যাখ্যা করেন?'

গান্ধীজী বলিলেন—'স্বরাজের ব্যাখ্যা কি হইতে পারে? মানুষ যতখানি আয়ত্ত করিতে পারে তাহাই স্বরাজ। স্বরাজ সম্বন্ধে আমার শেষ ব্যাখ্যা এই যে মানুষ সে স্বরাজে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, মুক্তাত্মা হইয়া যায়। মানুষকে যাহা মোক্ষ দেয় তাহাই স্বরাজ।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিলের পিছনে চিল

যাহা অন্য কাহারও দৃষ্টি পথে পড়ে না এরূপ নূতন বস্তু দেখিবার বিশিষ্ট শক্তি মহাত্মাজীর ভিতরে ছিল। যখন 'ভারত ত্যাগ কর' ধ্বনি চতুর্দিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ-রক্ষণের ভার ইংরাজদের উপর এত বেশী বোঝা স্বরূপ যে সেইজন্যই ইংরাজরা ভাল করিয়া বিশ্বযুদ্ধ করিতে পারিতেছে না।

যখন একটি চিলের মুখে মাংসের টুক্‌রা থাকে তখন অন্য চিলরা তাহার উপর আক্রমণ করে। কিন্তু যদি সে মাংসটি ফেলিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার সমস্ত ভয় চলিয়া যায়। নির্ভীকভাবে ও সমানে প্রতি-আক্রমণ করিতে পারে। ইংরাজদেরও ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। হিন্দুস্থান-স্বরূপ মাংসের টুকরা উহাদের মুখে ছিল বলিয়াই জার্মানী তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। জার্মানী ইংলণ্ড লইবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করে নাই, পরন্তু ইংরাজদের সাম্রাজ্য লইবার জন্য করিয়াছিল। যদি ইংরাজরা স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়িয়া দেয় তো এ মহাযুদ্ধ সহজেই মিটিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিয়ে-পাগলা

'আমার ইচ্ছা কোন ভারতবাসীকে বিবাহ করা। যাহারা আমার পাণিপ্রার্থী, তাহারা নিজেদের যোগ্যতা ও গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া আমায় জানাইবে। আমি দরখাস্ত-কারীদের মধ্য হইতে বাছিয়া সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিব ও যাহাকে যোগ্য মনে করিব তাহাকে বিবাহ করিব।'

কিছুদিন হইতে এক বহুভাষাবিদ্ বিদুষী যুবতী ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিল। এক দিন কলিকাতার একটি সংবাদপত্রে সে উপরোক্তরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছিল।

ঐ বিজ্ঞাপন পড়িয়া গান্ধীজীর বড় পুত্র হীরালালের লোভ হইল। ঐ যুবতীটি গান্ধীজীর আশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছিল। সে বিদুষী, সুন্দরী ও ধনবতী ছিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা তাহার মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হইত। ইহার সঙ্গে বিবাহ হওয়া তো হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত।

হীরালাল গান্ধীজীর নিকট আসিয়া বলিল যে সে এ যুবতীটিকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিবে ঠিক করিয়াছে।

ইহা শুনিয়া গান্ধীজীর হৃদয়ে ভীষণ আঘাত লাগিল। তিনি ভাবিলেন—'এই হীরালাল, যার দুইটি বয়স্থা কন্যা ও একটি পুত্র আছে—সে কিনা পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে!'

সেদিন গান্ধীজীর মৌন দিবস ছিল, কাজেই তিনি নিজে কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন না, কিন্তু মহাদেব দেশাইয়ের মারফত হীরালালকে—অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু হীরালাল মানিল না।

'আমি তো যাইবই।' এইরূপ বলিয়াই সে চলিয়া গেল। তখন গান্ধীজী মহাদেব ভাইয়ের দিকে তাকাইয়া ইশারা করিয়া বলিলেন—'এই বয়সে বিবাহ করিতে চলিয়াছে!'

কিছুদিন পর হীরালাল ফিরিয়া আসিল। বহুভাষাবিদ যুবতীটি তাহাকে পছন্দ করে নাই।

পুত্রের এই পরাজয় পিতার নিকট স্বয়ং সত্যের জয় বলিয়া মনে হইয়াছিল।

শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi